কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সিআরআর ৫১০

সহ

২০২১-এর সিআরএএন ১

সহ

২০২১ সালের সিআরএএন ২

মেসার্স ভারাহা ইনফ্রা লিমিটেড ও অন্যান্যরা

বনাম

মেসার্স গ্রেটফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড

আবেদনকারীদের জন্য	শ্রী কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রী অভিষেক গুহ, শ্রীমতী দেবারতী দাস, শ্রীমতী রিতিকা পাল, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা ঘোষ।
বিপরীত পক্ষের জন্য	শ্রীমতি মানস্বিতা মুখার্জি।
শুনানি শেষ হয়েছে	০৪.০৯.২০২৩
রায়	**০৩.১০.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)-

১. বর্তমান সংশোধনীতে ২০১৯ সালের অভিযোগ মামলা নং সিএনএস/৩৭৬ (মেসার্স গ্রেটফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচারস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মেসার্স ভারাহ ইনফ্রা লিমিটেড এবং অন্যান্যরা) এর আপত্তিকর কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

২৫.০৯.২০১৯ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি/৪২০/৪০৬ এর অধীনে এবং তাতে প্রদত্ত সমস্ত আদেশের অধীনে, আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের জন্য কলকাতার বিজ্ঞ দ্বাদশ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আদালতে বিচারাধীন।

২. আবেদনকারীদের মামলা হল যে, তাদের ২৫.০৯.২০১৯ তারিখের অভিযোগ মামলা নং সিএনএস/৩৭৬ (মেসার্স গ্রেটফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচারস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মেসার্স ভারাহ ইনফ্রা লিমিটেড এবং অন্যান্যরা) -এ অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা বর্তমানে কলকাতার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ দ্বাদশ আদালতের আদালতে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি/৪২০/৪০৬ এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে।

৩. অভিযোগের দরখাস্তের মাধ্যমে অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে অভিযোগকারী ভূমি উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মাণসহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বাণিজ্যিক ও সরকারিভাবে সুনামের সাথে উদ্যোগী সংস্থা উল্লিখিত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. অভিযুক্তরা অভিযোগকারী কোম্পানির সাথে পাটিসম লিফট সেচ প্রকল্প (৩০৮৬) এর জন্য কার্যাদেশ প্রদান করে এবং ভূমি উন্নয়ন এবং কর্মস্থল প্যাটিসম (ভি), পালাভরাম (এম), ডব্লিউজি, জেলা অঞ্চলে প্রবেশপথ নির্মাণের জন্য মোট ৮ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে এবং আলোচনার পর তারা আশ্বাস দেয় যে বিলের মোট পরিমাণ টিডিএসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে। তাদের প্রতিনিধিত্ব বিশ্বাস করে অভিযোগকারী কোম্পানি কার্যাদেশ সম্পন্ন করার পর বিল উত্থাপন করে এবং অভিযুক্তদের ৪৮,০৮,৮৪০/- টাকার টিডিএস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্তদের কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে

আশ্বস্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই টিডিএসের পরিমাণ জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযোগকারী আয়কর কাগজপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ৪৮,০৮,৮৪০/- টাকার টিডিএস আয়কর বিভাগে জমা দেননি। অভিযোগকারী আয়কর কাগজপত্র সংগ্রহের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জানান এবং তাদের অনুরোধ করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে টিডিএসের পরিমাণ জমা দিতে অথবা অভিযোগকারীকে উক্ত পরিমাণ ফেরত দিতে।

৫. অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে উক্ত টিডিএসের পরিমাণ দিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিলেন। তাই অভিযোগকারী একজন আইনজীবীর চিঠি জারি করেছিলেন এবং অভিযোগকারীকে উক্ত টিডিএসের পরিমাণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

৬. অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের টিডিএসের পরিমাণ পরিশোধ করার কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং এইভাবে তারা একে অপরের সাথে ষড়যন্ত্র করে অভিযোগকারী কোম্পানির সাথে প্রতারণা করেছে, যার ফলে অভিযোগকারী কোম্পানির অন্যায় ক্ষতি হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ৪৮,০৮,৮৪০/- টাকা অন্যায়ভাবে লাভ হয়েছে।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য দাখিল করেছেন যে অভিযোগের আবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কোম্পানি সহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে অবস্থিত। কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০২ অনুসারে কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং দেশের স্থায়ী আইন লঙ্ঘন করে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহার।

৮. আবেদনকারীরা বলেছেন যে, তাঁরা তাৎক্ষণিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অভিযোগকারী/সংস্থার দ্বারা চাওয়া সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ তাঁরা পরিশোধ করেছেন এবং কোনও পরিমাণ বকেয়া নেই। অতএব, তাৎক্ষণিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের বিবৃতি স্পষ্টভাবে দেখাবে যে, আবেদনকারীদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ বাড়ানোর জন্য কার্যধারা অভিযোগকারী বিদ্বেষপূর্ণভাবে এই মুহূর্তে শুরু করেছেন।

৯. আবেদনকারীরা বলছেন এবং দাখিল করছেন যে, প্রথমত, অভিযোগকারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে ব্যবসা চলছিল এবং সুষ্ঠভাবে চলছিল, তাই লেনদেনের শুরু থেকেই প্রতারণা এবং প্রলোভনের কোনও স্থান নেই। অভিযোগকারী সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিসপত্রের কোনও পরিণতি এবং/অথবা তিনি কোনও সম্পত্তি সরবরাহ করার জন্য প্রতারণা করেছেন কিনা তা স্বীকার করেননি, তাই প্রতারণার কোনও উপাদান নেই এবং অভিযোগের আবেদন থেকে প্রতারণার অপরাধ গঠনের একটিও উপাদান পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, অভিযোগের আবেদন এবং সর্বাধিক গুরুতর প্রত্যয় উভয়ই উৎস এবং পাল্টা দাবির আয়ের ছাড়ের দাবির নিষ্পত্তির জন্ম দেয় এবং এইভাবে যে কোনও দোষ এবং/অথবা মেনসরিয়া হল স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত।

তৃতীয়ত, অ্যাকাউন্টের বিবৃতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে অভিযোগকারী এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে আবেদনকারী/কোম্পানীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছেন।

চতুর্থত, অভিযোগের আবেদনটি প্রাথমিকভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ এবং ৪২০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনও উপায়ে কোনও মামলা করতে ব্যর্থ হয়।

পঞ্চমত, উপরে উল্লিখিত চিঠিপত্র এবং ইমেলগুলি উভয় পক্ষের মধ্যে বিনিময় করা হয়েছে যা স্পষ্টতই দাবি এবং পাল্টা দাবির প্রতিফলন করে, যা সম্পূর্ণরূপে দেওয়ানি প্রকৃতির এবং কোনওভাবেই কোনও দোষী নয়, তাই তাৎক্ষণিক কার্যক্রম আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে একটি ভুল নামকরণ এবং গুরুতর অপব্যবহার।

১০. তাই বিতর্কিত কার্যধারাটি আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ খারাপ এবং একই রকম বাতিল হওয়ার যোগ্য।

১১. পুনর্বিবেচনার আবেদনে দেওয়া বিবৃতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করে লিখিত যুক্তি এবং হলফনামা-জবাব দাখিল করা হয়েছে।

১২. শ্রীমতি মানস্বিতা মুখার্জি, বিপরীত পক্ষের বিদ্বান অভিযোগ, বিরোধীদের হলফনামা এবং যুক্তির লিখিত নোট দাখিল করে উকিল,-এর পিটিশনে বর্ণিত অভিযোগকারীর মামলার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

১৩. এটি জমা দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা করার জন্য রেকর্ডে পর্যাপ্ত উপকরণ রয়েছে এবং এইভাবে সংশোধনটি খারিজ করার যোগ্য।

১৪. **নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে-**

i) স্বীকার করা যায় যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল।

ii) পক্ষগুলির মধ্যে একমাত্র বিরোধ হল যে যদিও আবেদনকারীরা টিডিএস কেটেছিল, তারা আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করেনি।

iii) অন্যদিকে আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে মোট সম্মত পরিমাণ অভিযোগকারীকে দেওয়া হয়েছে।

iv) ৩১ পৃষ্ঠার নথি থেকে হলফনামা-বিরোধিতায় দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারীর পক্ষে আবেদনকারীদের দ্বারা জারি করা কার্য আদেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে:-

"..... ৩. কর	i) আপনাকে যে সমস্ত অর্থ প্রদান করা হবে তার থেকে টি ডি এস পুনরুদ্ধার করা হবে। ii) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পরিষেবা কর শূন্য সংখ্যা ২৫/২০১২-ধারা সংখ্যা ২৯(জ) এর অধীনে পরিষেবা কর .....”

v) কর পরিশোধ না করা বা বিলম্বিত কর প্রদানের জন্য জরিমানা উৎস, আয়কর আইনের অধীনে প্রদান করা হয়।

১৫. আবেদনকারীদের দ্বারা জমা দেওয়া হয় যে ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, এর বাধ্যতামূলক বিধান ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মেনে চলা হয়নি।

১৬. অভিযোগের আবেদনে প্রদত্ত আবেদনকারীদের একমাত্র ঠিকানা হল:-

"উমেশ স্মৃতি, ৬, জালেম বিলাস, স্কিম পাওটা-'বি' রোড, যোধপুর, রাজস্থান-৩৪২ ০০১"...

১৭. আদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ-

"২০১৯-এর সি. এন. এস-৩৭৬

আদেশ তারিখঃ ০৩.১০.২০১৯

আজ এস/এ-এর জন্য স্থির করা হয়েছে।

অভিযোগকারী রঞ্জিত গুপ্তের অনুমোদিত প্রতিনিধিকে এসএ-তে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তিনি নথিগুলির সমর্থনমূলক জেরক্স কপিও দাখিল করেছিলেন।

প্রাথমিক জবানবন্দি এবং অভিযোগকারীর দায়ের করা নথি পর্যালোচনার পর, এই আদালতের অভিমত হল যে অভিযোগকারী আইপিসির অধীনে একটি প্রাথমিক মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইতিমধ্যেই আমলে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন এর ৪২০/৪০৬ ধারা এর অধীনে সমস্ত অভিযুক্তকে সমন জারি করুন।

একিসঙ্গে সমন জারি ।

থেকে উপস্থিতির জন্য এবং এস/আর।

অবিলম্বে প্রয়োজনীয়।

এসডি/-
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,
১২তম আদালত, কলকাতা "

১৮. বিজয় ধানুকা এবং অন্যান্যরা বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্যরা, (২০১৪) ১৪ এসসিসি ৬৩৮,২৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে নির্দেশিত হয়ঃ-

১১. কোডের ২০২ ধারা, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, "যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এখতিয়ারের বাইরে অন্য কোনও স্থানে বসবাস করেন" সেইক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখার কথা বিবেচনা করে এবং তারপরে নিজেই মামলাটি তদন্ত করতে অথবা পুলিশ অফিসার বা তার মনে হয় এমন অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত পরিচালনা করতে নির্দেশ দিতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের নির্ধারণের প্রয়োজন যে, যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের বাইরে অন্য কোনও স্থানে বসবাস করেন, সেখানে তদন্ত বাধ্যতামূলক কিনা।

১২. "এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এখতিয়ারের বাইরে অন্য কোনও স্থানে বসবাস করলে" এই শব্দগুলি ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন (২০০৫ সালের কেন্দ্রীয় আইন ২৫) এর ধারা ১৯ দ্বারা ২৩-৬-২০০৬ তারিখে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আইনসভার মতে, উপরোক্ত সংশোধনীটি অপরিহার্য ছিল কারণ দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানির জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংশোধনীর নোটটি নিম্নরূপ:

"দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয় কেবল তাদেরকে হয়রানি করার জন্য। নির্দোষ ব্যক্তিরা যাতে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির শিকার না হন তা নিশ্চিত করার জন্য, এই ধারাটি ২০২ ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক করে যে, তার এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন অথবা কোনও পুলিশ অফিসার বা তিনি উপযুক্ত মনে করেন এমন অন্য ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত পরিচালনা করবেন, যাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা তা খুঁজে বের করা যায়।"

"করবে" শব্দটির ব্যবহার প্রাথমিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত বা তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। "করবে" শব্দটি সাধারণত বাধ্যতামূলক কিন্তু কখনও কখনও, প্রেক্ষাপট বা উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, এটিকে নির্দেশিকা হিসেবে ধরা যেতে পারে। সকল পরিস্থিতিতে "করবে" শব্দটির ব্যবহার নির্ধারক নয়। উপরোক্ত নীতিটি মনে রেখে, যখন আমরা আইনসভার উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটির লক্ষ্য হল মিথ্যা অভিযোগ থেকে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি থেকে নির্দোষ ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করা। অতএব, আমাদের মতে, "হবে" শব্দটির ব্যবহার এবং সংশোধনীটি আনার পটভূমি এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আগে তদন্ত বা তদন্ত, যেমনটি প্রযোজ্য, বাধ্যতামূলক।

১৩. উদাত শঙ্কর অবস্থি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য [(২০১৩) ২ এস. সি. সি. ৪৩৫: (২০১৩) ১ এস. সি. সি. (সি.ডব্লিউ.) ১১২১: (২০১৩) ২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৭০৮] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিষয়টি আমাদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন নেই কারণ উক্ত মামলায়, এই আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে উপরোক্ত বিধানটি বাধ্যতামূলক। উক্ত রায় থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্তঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৪৪৯, অনুচ্ছেদ ৪০)

৪০. ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করেই সমন জারি করেছিলেন, যদিও আপিলকারীরা তাঁর আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ছিলেন। ২০০৫ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারার বিধানগুলি সংশোধন করা হয়েছিল, যা এটিকে/এড করেছে।: দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যে বিষয়টি মূল ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে/] প্রক্রিয়াটি স্থগিত করার জন্য বাধ্যতামূলক [এডঃ দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যে বিষয়টি মূল ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে।] যেখানে অভিযুক্তরা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে কোনও অঞ্চলে বাস করে। নির্দোষ ব্যক্তিদের অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপর মামলাটি নিজে তদন্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য, বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল, এই ধরনের ক্ষেত্রে সমন জারি করার আগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি ছিল কিনা তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪. উপরোক্ত প্রশ্নের আমাদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, পরবর্তী যে প্রশ্নটি আমাদের নির্ধারণের জন্য পড়ে তা হল সমন জারি করার আগে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট কোডের ধারা ২০২-এর অধীনে বাধ্যতামূলক তদন্ত করেছেন কিনা। কোডের ধারা ২ (ছ)-এর অধীনে "তদন্ত" শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

> *২. (ছ) 'তদন্ত' অর্থ এই আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত দ্বারা পরিচালিত বিচার ব্যতীত প্রতিটি তদন্ত;*

উপরোক্ত বিধান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্তৃক পরিচালিত বিচার ব্যতীত প্রতিটি তদন্ত একটি তদন্ত। আইনের ২০২ ধারার অধীনে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা পদ্ধতির তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়নি। আইনের ২০২ ধারার অধীনে পরিকল্পিত তদন্তে, সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয়, যেখানে আইনের ২০০ ধারার অধীনে, অভিযোগকারীর পরীক্ষা শুধুমাত্র উপস্থিত সাক্ষীদের পরীক্ষা করার বিকল্পের সাথে প্রয়োজনীয়। ম্যাজিস্ট্রেটের এই অনুশীলন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কোডের ২০২ ধারার অধীনে পরিকল্পিত তদন্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯. ২০১৮ সালে (৩) এ. আই. সি. এল. আর ৬২৫ (কলকাতা), এস. এস. বিনু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (কলকাতা), আদালত বলেছেঃ-

"১০০. সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাঁচটি বিষয়ে বিজ্ঞ একক বিচারকের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:-

i. আইনের স্থিরীকৃত নীতি অনুসারে, ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর ধারা ১৯০-এর ভিত্তিতে ধারা ২০২ ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, -এর উপ-ধারা (১)-এর সংশোধনী, এর লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী নির্দোষ ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগ থেকে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি থেকে বিরত রাখা। ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আগে "হবে" অভিব্যক্তিটির ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

ii. ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর ধারা ১৯-এ নির্দেশিত তদন্তের প্রকৃতি অনুযায়ী, ধারা ২০২-এর উপ-ধারা (১) সংশোধনের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে তা মাথায় রেখে, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এমন কোনও বিষয় খুঁজে বের করতে বাধ্য, যা আইনের স্থির নীতির আলোকে ফৌজদারি আদালত দ্বারা তদন্ত করার আহ্বান জানায়, অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীদের পরীক্ষা করার মাধ্যমে বা এখানে উপরে আলোচিত হিসাবে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে।

iii. যখন কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আদেশ জারি করা হয়, যিনি সেই এলাকার বাইরে কোনও জায়গায় বসবাস করছেন যেখানে তিনি ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন এর অধীনে তদন্ত না করে তাঁর এখতিয়ার প্রয়োগ করেন, তখন আপিল আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন আদেশ দেওয়ার জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

IV. ধারা ৪৬৫ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি মনে রেখে যে, যদি কোনও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারার কোনও পক্ষ ক্ষুব্ধ হয়, তবে তাকে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আপত্তি তুলতে হবে। কোনও ক্ষুব্ধ পক্ষের পক্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপত্তি তুলতে ব্যর্থ হলে, পুরো বিচার শেষ হওয়ার পরে বা এমনকি বিচারে অংশগ্রহণের পরেও তাকে সেই বিষয়ে শোনা যাবে না।

V. আলোচনাযোগ্য উপকরণ আইন *-এর ১৪১ ধারার সঙ্গে পঠিত ১৩৮ ধারার অধীনে আসা মামলাগুলিতে, সংশ্লিষ্ট বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী কোনও অভিযুক্তকে সমন জারি করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটকে ২০২ (১) ধারার বিধানগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে না।*

২০. ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন এর ধারা ২০২ নিম্নরূপঃ-

"২০২. প্রক্রিয়া জারি করা স্থগিত-

(১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯২ ধারার অধীনে তাঁর হাতে হস্তান্তরিত কোনও অপরাধের অভিযোগ প্রাপ্তির পর, যদি তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়ার বিষয়টি স্থগিত করতে পারেন এবং মামলাটি নিজেই তদন্ত করতে পারেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, যাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে তদন্তের জন্য এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না,--

(ক) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ করা অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য; অথবা

(খ) যেখানে কোনও আদালত অভিযোগ করেনি, যদি না অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের (যদি থাকে) ২০০ ধারার অধীনে শপথের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি তদন্তে, ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন, শপথের উপর সাক্ষীদের প্রমাণ নিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যদি মনে হয় যে, অভিযোগ করা অপরাধটি দায়রা আদালত কর্তৃক একচেটিয়াভাবে বিচারযোগ্য, তা হলে তিনি অভিযোগকারীকে তাঁর সমস্ত সাক্ষীকে হাজির করার এবং শপথের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষা করার আহ্বান জানাবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যদি কোনও ব্যক্তি পুলিশ অফিসার না হয়ে তদন্ত করেন, তবে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ব্যতীত কোনও পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই কোড দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা তাঁর থাকবে।

২১. এই আদালত ***বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস এবং হোল্ডিংস (২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল সংখ্যা ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭)****-এর মামলার উপরও নির্ভর করে। সুপ্রিম কোর্ট ৯৮ মে, ২০১৯ তারিখে ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,-এর সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে। নিম্নরূপ (প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ এখানে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে):-*

২৬. ধারা ২০০ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,--এর অধীনে দায়ের করা অভিযোগ এবং ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,--এর অধীনে বিবেচনা করা তদন্ত এবং প্রক্রিয়া জারি করাঃ-ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০-এর অধীনে, কোনও ব্যক্তিগত ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ উপস্থাপনের পরে, ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের, যদি থাকে, পরীক্ষা করতে হবে। তারপরে, অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, গুরুতর নিশ্চিতকরণের বিষয়ে অভিযোগকারীর বিবৃতি এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে এবং এই সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,--এর অধীনে বিবেচিত প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দিতে পারেন। ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,--এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য। একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।

২৭. এই ধারার অধীনে তদন্তের পরিধি কেবলমাত্র অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাতে ধারা ২০৪ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা উচিত কিনা বা ধারা ২০৩ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,-ব্যবহার করে অভিযোগটি খারিজ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। এই ভিত্তিতে যে অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের, যদি থাকে, বক্তব্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই। ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন,--এর অধীনে তদন্তের পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেট কেবল অভিযোগটিতে করা অভিযোগ বা অভিযোগের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন যাতে তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

২৮. ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ওমান বনাম বারাকারা আব্দুল আজিজ এবং আরেকজন (২০১৩) ২ এস. সি. সি ৪৮৮ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের পরিধি ব্যাখ্যা করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -

"৯. অভিযোগ পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং ফৌজদারি আদালত দ্বারা তদন্তের জন্য কোনও বিষয় রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই ধারার অধীনে তদন্তের সুযোগ কেবল অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় খুঁজে বের করার জন্য সীমাবদ্ধ যাতে প্রক্রিয়া জারি করতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারার অধীনে তদন্ত ১৫৬ ধারায় বিবেচিত তদন্তের থেকে আলাদা কারণ এটি কেবল ম্যাজিস্ট্রেটকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে তার আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না। সুতরাং, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০২ ধারার অধীনে তদন্তের পরিধি অভিযোগের সত্যতা বা মিথ্যা প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ

(i) আদালতে অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণের উপর;

(ii) প্রক্রিয়া ইস্যুর জন্য একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে; এবং

(iii) অভিযোগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অভিযুক্তের যে কোনও প্রতিরক্ষার প্রতি বিভ্রান্তি ছাড়াই। ”

২৯. মেহমুদ উল রেহমান বনাম খাজির মোহাম্মদ টুন্ডা এবং অন্যান্য (২০১৫) ১২ এস. সি. সি ৪২০-এ, ধারা ২০২ -এর অধীনে তদন্তের সুযোগ বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়া জারি করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি নিম্নরূপঃ-

"২. অধ্যায় ১৫ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন" "ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ" "মোকাবেলা করার জন্য আরও পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে। ধারা ২০০ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেট, একটি অভিযোগের উপর একটি অপরাধের বিচার গ্রহণ করে, অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের, যদি থাকে, উপস্থিতির উপর পরীক্ষা করবেন এবং এই ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তু লিখিতভাবে হ্রাস করা উচিত এবং অভিযোগকারী, সাক্ষী এবং ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে। ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন এর অধীনে, ম্যাজিস্ট্রেট, যদি প্রয়োজন হয়, মামলাটি নিজে তদন্ত করতে বা" "কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না" "সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।" যদি ২০০ ধারার ফৌজদারি কার্যবিধি আইন এর অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতি এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন ২০২ ধারার অধীনে তদন্ত বা তদন্তের ফলাফল বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তবে তার কারণগুলি সংক্ষেপে রেকর্ড করার পরে অভিযোগটি খারিজ করা উচিত।

৩. অধ্যায় ১৬ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন "ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারা শুরু" নিয়ে আলোচনা করে। যদি ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ করে, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকে, তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযুক্তের উপস্থিতির জন্য ধারা ২০৪ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি আইন এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করতে হবে।

৩০. ভূষণ কুমার এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং আরেকজন (২০১২) ৫ এসসিসি ৪২৪-তে বিবেচনার প্রক্রিয়ায় মনের প্রয়োগের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার পুনরাবৃত্তি করে, এটি নিম্নরূপ আদেশ হয়েছিলঃ-

১১. মুখ্য এনফোর্সমেন্ট অফিসার বনাম ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০০৮) ২ এস. সি. সি. ৪৯২ (এস. সি. সি. পৃ. ৪৯৯, অনুচ্ছেদ ১৯)-এ এই আদালত "জ্ঞান" অভিব্যক্তিটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে "এর অর্থ কেবল" সচেতন হওয়া "এবং যখন কোনও আদালত বা বিচারকের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি 'বিচারিকভাবে নোটিশ নেওয়া' বোঝায়। এটি সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যখন কোনও আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের বিষয়ে বিচারিক নোটিশ নেন যাতে কেউ এই ধরনের অপরাধ করেছে বলে বলা হয়।" এটি কার্যধারা শুরু করার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; বরং এটি ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের দ্বারা কার্যধারা শুরু করার পূর্বশর্ত। ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, মামলাগুলির ক্ষেত্রে বিচার করা হয়। আইনের ১৯০ নম্বর ধারার অধীনে, এটি অভিযোগের বিবৃতিগুলিতে বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগ যা বিচার গঠন করে। এই পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা নয়। দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ কেবল বিচারের সময়ই নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তদন্তের পর্যায়ে নয়। যদি কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে কোডের ধারা ২০৪ এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৩১. ধারা ২০২-এর সংশোধিত উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এটা বাধ্যতামূলক যে, তার এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেবেন যা তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য।

৩২. ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ দ্বারা, প্রধান আইনের ধারা ২০২ ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন -এ, উপ-ধারা (১) থেকে কার্যকরভাবে, "... এবং, যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত তার এখতিয়ার প্রয়োগকারী এলাকার বাইরে কোনও জায়গায় বসবাস করছে"... শব্দগুলি ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর ধারা ১৯ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল। আইনসভার মতে, এই ধরনের সংশোধনী প্রয়োজনীয় ছিল কারণ দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয় যাতে তাদের হয়রানি করা যায়। সংশোধনীর উদ্দেশ্য হল এটি নিশ্চিত করা যে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগ

দায়ের করে হয়রানি করা না হয় ও ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য তদন্ত করা বাধ্যতামূলক। ১৯ প্রকরনের নোটগুলি নিম্নরূপঃ-

"কেবল দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানির জন্য মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। নির্দোষ ব্যক্তিরা যেন অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির শিকার না হয়, তা দেখার জন্য এই ধারাটি ২০২ ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করতে চায় যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এটি বাধ্যতামূলক করা যায় যে তার এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেবেন, যাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি ছিল কি না তা খুঁজে বের করা যায়।"

৩৩. বিজয় ধানুকা এবং অন্যান্যরা বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি ৬৩৮-এর ২০২ ধারা সংশোধনের সুযোগ বিবেচনা করে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

"১২..... প্রথম দৃষ্টিতে "হবে" অভিব্যক্তির ব্যবহার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত বা তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। "শালা" শব্দটি সাধারণত বাধ্যতামূলক কিন্তু কখনও কখনও, প্রসঙ্গ বা অভিপ্রায় বিবেচনা করে, এটি ডিরেক্টরি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সমস্ত পরিস্থিতিতে "হবে" শব্দের ব্যবহার সিদ্ধান্তমূলক নয়। পূর্বোক্ত নীতিটি মাথায় রেখে, যখন আমরা আইনসভার উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটির উদ্দেশ্য হল মিথ্যা অভিযোগ থেকে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করা। অতএব, আমাদের মতে, "হবে" অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এবং পটভূমি এবং যে উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনা হয়েছে, আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে তদন্ত বা তদন্ত, যেমনই হোক না কেন, আগে বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়।" যেহেতু সংশোধনীর উদ্দেশ্য আদালতের এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানি থেকে বিরত রাখা, তাই এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে

যে তদন্ত করা বাধ্যতামূলক। সংশোধনের পিছনে উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যটিও এই আদালত অভিজিৎ পাওয়ার বনাম হেমন্ত মধুকর নিম্বালকার এবং আরেকজন (২০১৭) ৩ *এস সি সি ৫২৮* এবং *ওমানের* ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বনাম বারাকারা আবদুল আজিজ এবং আরেকজন (২০১৩) ২ *এস সি সি ৪৮৮*-এ বিবেচনা করেছিলেন।

৩৪. অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। সন্তুষ্টির উপর মন প্রকাশের মাধ্যমে মন প্রয়োগের ইঙ্গিত দিতে হবে। অভিযোগ মামলায় অভিযুক্তদের সমন জারি করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য বিবেচনা করে এবং অভিযোগ আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকঘর হিসেবে কাজ করার যথেষ্ট ইঙ্গিত থাকা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকঘর হিসেবে কাজ করার কোনও কারণ না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে মেহমুদ উল রেহমানের মামলায় আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:- "২২. .... ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসারে অভিযোগ খারিজ হওয়ার সময় ২০৩ ধারার অধীনে আদেশ জারি করতে হবে এবং তার কারণগুলিও কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। অন্য কথায়, ম্যাজিস্ট্রেটকে তার সামনে দাখিল করা প্রতিটি অভিযোগ আমলে নেওয়ার এবং অবশ্যই প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ডাকঘর হিসেবে কাজ করতে হবে না। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে যে তিনি সন্তুষ্ট যে অভিযোগে অভিযোগে থাকা অভিযোগগুলি একটি অপরাধ এবং রেকর্ড করা বিবৃতি এবং ২০২ ধারার অধীনে তদন্ত বা তদন্তের ফলাফল বিবেচনা করলে, যদি থাকে, অভিযুক্ত ফৌজদারি আদালতে জবাবদিহি করতে পারবেন, তাহলে ধারা ২০৪ এর অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার ভিত্তি রয়েছে। সিআর.পি.সি., হাজিরার জন্য প্রক্রিয়া জারি করে। সন্তুষ্টির উপর মনের প্রকাশের মাধ্যমে মনের প্রয়োগ সর্বোত্তমভাবে প্রমাণিত হয়। যদি ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ১৯০/২০৪ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে মামলা পরিচালনা করেন এমন কোনও মামলায় এই ধরনের কোনও ইঙ্গিত না থাকে, তাহলে সিআর.পি.সি.-এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে হাইকোর্ট ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য। আসামি হিসেবে ফৌজদারি আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ডাকা একটি গুরুতর বিষয় যা সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা, আত্মসম্মান এবং ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে। অতএব, ফৌজদারি আদালতের প্রক্রিয়াকে হয়রানির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।"

৩৫. পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যরা (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং বিষয়টি পরিচালনাকারী আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। অনুচ্ছেদ (২৮)-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ -

২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে চালু করা যায় না। এমন নয় যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, কার্যকর করার জন্য অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে মাত্র দু 'জন সাক্ষী আনতে হবে। অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক ও ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণই পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের কাছে অভিযোগ ফিরিয়ে আনতে সফল হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে। এমন নয় যে, অভিযুক্তকে তলব করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক প্রমাণ নথিভুক্ত করার সময় নীরব দর্শক হয়ে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে নথিতে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হয় এবং এমনকি অভিযোগকারী ও তার সাক্ষীদের কাছে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য প্রশ্ন করতে হয় এবং তারপরে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ সমস্ত বা কোনও অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে। "ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অবশ্যই, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালু করা যায় না এই নীতিটি জিএইচসিএল এমপ্লয়িজ স্টক অপশন ট্রাস্ট বনাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন লিমিটেড (২০১৩) ৪ এস. সি. সি ৫০৫-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

৩৬. অভিযুক্ত হিসাবে ফৌজদারি আদালতে তলব করা/হাজির হওয়া সমাজে একজনের মর্যাদা ও সুনামকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুতর বিষয়। পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্তকে তলব করার ক্ষেত্রে এই ধরনের গুরুতর বিষয়ের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে,

অভিযোগের অভিযোগগুলি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদান গঠন করে কিনা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মনের

প্রয়োগ থাকতে হবে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা বনাম সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা ১৯৯৩ (১) এস. সি. সি. ৪৯৯-এ বলা হয়েছিল যে প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা নিপীড়ন বা অপ্রয়োজনীয় হয়রানির হাতিয়ার করা উচিত নয়।

৩৭. অভিযুক্তদের প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে বিস্তারিত আদেশ রেকর্ড করার প্রয়োজন হয় না। তবে অভিযোগে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে প্রমাণের ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে। জগদীশ রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৪৩২-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

*"১০.....*অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়া একটি ম্যাজিস্ট্রেটের ডোমেনের মধ্যে একচেটিয়াভাবে একটি এলাকা। এই পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে বিচারকার্যের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা এবং দোষী সাব্যস্ত করার পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা। প্রমাণগুলি দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তা শুধুমাত্র বিচারের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তদন্তের পর্যায়ে নয়। অভিযুক্তকে প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে কারণ রেকর্ড করার প্রয়োজন নেই।"

৫৬. চন্দ্র দেও সিং বনাম প্রকাশ চন্দ্র বসু ওরফে ছবি বসু এবং আরেকজন এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৪৩০-তে এবং সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে, ধারা ২০২-এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত উপাদানগুলি পরীক্ষা করা যাতে তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে অভিযোগটি তুচ্ছ নয় এবং এমন প্রমাণ/উপাদান রয়েছে যা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য ধারা ২০৪-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি তৈরি করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য হল এমন প্রতিটি তথ্য বের করা যা অভিযোগের যথার্থতা এবং অভিযোগকারীকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

৬০.....ধারা ২০২-এর অধীনে তদন্ত পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রমাণ সংগ্রহ এবং বিষয়টি পরীক্ষা করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আমরা সচেতন যে একবার ম্যাজিস্ট্রেট তার বিবেচনার প্রয়োগ করলে, দায়রা আদালত বা হাইকোর্টের পক্ষে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাটি পরীক্ষা করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিজস্ব বিবেচনার বিকল্প হওয়া উচিত নয়। ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যোগ্যতা/দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত বা আলোচনা শুরু করতে পারবেন না। তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে এবং সিএআইসিইউএসই-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে কিনা তা সন্তুষ্ট করার আগে উপাদানগুলিতে মন প্রয়োগ করতে হবে।.....

৬১. ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, -এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল "কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা নির্ধারণ করা।" ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, -এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে অভিযোগের কোনও বৈধ ভিত্তি আছে কিনা যার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার আহ্বান জানানো হয়েছে বা এটি ভিত্তিহীন কিনা যার উপর কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য আইন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর একটি গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করে। প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা অভিযুক্তকে হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে তৈরি করা উচিত নয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, অভিযুক্তদের ফৌজদারি মামলায় হাজির হওয়ার আহ্বান জানানো একটি গুরুতর বিষয় এবং বস্তুগত বিবরণের অভাব এবং উপকরণগুলি সম্পর্কে মনের প্রয়োগ না করা এই ভিত্তিতে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না যে এটি কেবল একটি পদ্ধতিগতভাবে.....”

২২. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ধারা ২০২ ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, তাঁর এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব

করার আগে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য মামলাটি নিজে তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা তিনি উপযুক্ত মনে করেন এমন অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেবেন।

২৩. বর্তমান মামলায় কেবলমাত্র অভিযোগকারীকে ধারা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, এর অধীনে কার্যকরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, যিনি বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত তথ্য/অপরাধ সম্পর্কে বলেছেন। একমাত্র সাক্ষীর জবানবন্দি স্পষ্টভাবে লিখিত অভিযোগের দেওয়া বিবৃতিগুলির ক্ষেত্রে নয় এবং তাই তদন্তের অংশ নয়। সুতরাং ওয়াই ধানুকা এবং অন্যান্যরা বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্যরা (উপরে) মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ০৫.০৩.২০১৯ তারিখের উক্ত আদেশ থেকে স্পষ্ট যে ধারা ২০২ Cr.P.C এর অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে কোনও তদন্ত করা হয়নি।

২৪. আবেদনকারীরা আদালতের (জেলা কলকাতা) এখতিয়ারের বাইরে (রাজ্য রাজস্থান) বসবাস করলেও ম্যাজিস্ট্রেট ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ধারার বিধান মেনে চলেন না।

২৫. বর্তমান ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই মামলার কোনও তদন্ত পরিচালনা করেননি বা ২০২ ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দেননি. প্রক্রিয়াটি জারি করার নির্দেশ দেওয়ার আগে এবং এইভাবে আদেশটি আইন অনুসারে নয়, এবং এইভাবে আইন প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার।

২৬. সুপ্রিম কোর্ট মেসার্স ইউএস টেকনোলজিস ইন্টারন্যাশনাল পুট লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, ২০১১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৯৩৪-এ ২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নম্বর ১২৫৮-১২৬০ সহ, ১০.০৪.২০২৩-এ বলা হয়েছেঃ-

"৭. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছেন।

৭.১ এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল টিডিএস কেটে নেওয়ার পরে টিডিএসের বিলম্বিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে এই জাতীয় মূল্যায়নকারী ১৯৬১ সালের আইনের ২৭১ গ ধারার অধীনে জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ কিনা ?

৭.২ এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল ধারা ২৭১গ (১)(এ)-তে "কেটে নিতে ব্যর্থ" শব্দের অর্থ এবং পরিধি কী এবং যে মূল্যায়নকারী তার দ্বারা কেটে নেওয়া টিডিএস পাঠাতে বিলম্ব ঘটিয়েছে, তাকে কি এমন একজন ব্যক্তি বলা যেতে পারে যে "টিডিএস কেটে নিতে ব্যর্থ হয়েছে"?

৭.৩ প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কের প্রশংসা করার জন্য এবং পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন সংবিধিবদ্ধ বিধান।

৭.৪ প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপঃ-

"আইনের ধারা ২০১ (১ক)

উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলির প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই, যদি সেই উপ-ধারায় উল্লিখিত কোনও ব্যক্তি, প্রধান কর্মকর্তা বা সংস্থা করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ কেটে না নেয় বা এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় কর দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সাধারণ সুদ দিতে দায়বদ্ধ হবে,-

(i) যে তারিখে এই ধরনের কর ছাড়যোগ্য ছিল সেই তারিখ থেকে যে তারিখে এই ধরনের কর কাটা হয় সেই তারিখ পর্যন্ত এই ধরনের করের পরিমাণের উপর প্রতি মাসে বা এক মাসের অংশের জন্য এক শতাংশ হারে; এবং

(ii) যে তারিখে এই ধরনের কর কাটা হয়েছিল সেই তারিখ থেকে যে তারিখে এই ধরনের কর প্রকৃতপক্ষে প্রদান করা হয়েছে সেই তারিখ পর্যন্ত এই ধরনের করের পরিমাণের উপর প্রতি মাসে বা এক মাসের অংশের জন্য দেড় শতাংশ হারে এবং এই ধরনের সুদ ধারা ২০০-এর উপ-ধারা (৩)-এর বিধান অনুসারে বিবৃতি জমা দেওয়ার আগে প্রদান করা হবে।

আইনের ২৭১গ ধারা

২৭১গ উৎসে কর কাটতে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা

(১) যদি কোনও ব্যক্তি ব্যর্থ হয়-

(ক) অধ্যায় ১৭খ-এর বিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ কেটে নিন; অথবা

(খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা করের যে কোনও অংশ প্রদান করুন,-

(i) ধারা ১১৫০-এর উপ-ধারা (২); অথবা

(ii) ধারা ১৯৪বি-র দ্বিতীয় শর্তাবলী; তাহলে, এই ধরনের ব্যক্তি জরিমানার মাধ্যমে, করের পরিমাণের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে দায়বদ্ধ হবেন, যা এই ধরনের ব্যক্তি পূর্বোক্ত হিসাবে কেটে নিতে বা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোনও জরিমানা যুগ্ম কমিশনার দ্বারা আরোপ করা হবে।

আইনের ২৭৩বি ধারা

২৭৩খ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করা হবে না-

ধারা ২৭১ এর উপধারা (১) এর ধারা (খ), ধারা ২৭১এ ৪২০৩ [ধারা ২৭১এএ], ধারা ২৭১বি ৪২০৪ [ধারা ২৭১বিএ], ৪২০৫ [ধারা ২৭১বিবি, ৪২০৬ [ধারা ২৭১সি, ধারা ২৭১সিএ], ধারা ২৭১ডি, ধারা ২৭১ই, ৪২০৭ [ধারা ২৭১এফ,] ৪২০৮ [ধারা ২৭১এফএ ৪২০৯[, ৪২১০[ধারা ২৭১এফএবি, ধারা ২৭১এফবি, ধারা ২৭১জি, ধারা ২৭১জিএ, ৪২১১[ধারা ২৭১ জিবি,]] ৪২১২[ধারা ২৭১ এইচ,] ৪২১৩[ধারা ২৭১আই,] এর বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন। ৪২১৪[ধারা ২৭১জে,] ধারা (১) এর ধারা (গ) অথবা ধারা (ঘ) অথবা ধারা ২৭২এ এর উপধারা (২), ধারা ২৭২এএর উপধারা (১)] অথবা ৪২১৫[ধারা ২৭২বি অথবা] ৪২১৬[ধারা ২৭২বিবি এর উপধারা (১) অথবা উপধারা (১এ) অথবা ধারা ২৭২বিবি এর উপধারা (১) অথবা ধারা ২৭৩ এর উপধারা (২) এর ধারা (খ) অথবা ধারা (গ) অনুসারে, উক্ত বিধানে উল্লিখিত কোন ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তি বা করদাতার উপর, ক্ষেত্রমত, কোন জরিমানা আরোপ করা যাবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে উক্ত ব্যর্থতার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

আইনের ২৭৬বি ধারা

২৭৬খ. অধ্যায় ১২ঘ বা ১৭খ-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের জমা কর দিতে ব্যর্থতা-যদি কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের জমা কর দিতে ব্যর্থ হন,-

(ক) ১৭খঅধ্যায়ের বিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে তাঁর দ্বারা উৎসে কাটা কর; অথবা

(খ) তার দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় কর,-

(i) ধারা ১১৫০-এর উপ-ধারা (২); অথবা

(ii) ধারা ১৯৪বি-র দ্বিতীয় শর্তে, তিনি এমন একটি মেয়াদের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন যা তিন মাসের কম হবে না কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে।

৭.৫. শুরুতেই, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত মামলা করদাতা কর্তৃক কেটে নেওয়া টিডিএস বিলম্বিতভাবে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাই, ধারা 271C (1)(a) প্রযোজ্য হবে। পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এটি করদাতা কর্তৃক কেটে নেওয়া টিডিএস বিলম্বিতভাবে পাঠানোর একটি মামলা এবং মোটেও টিডিএস না কাটার কোনও ঘটনা নয়।

৭.৬ ধারা ২৭১গ (১) (এ) অনুসারে, যদি কোনও ব্যক্তি অধ্যায় ১৭খ-এর বিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ কেটে নিতে ব্যর্থ হন, তবে সেই ব্যক্তি জরিমানার মাধ্যমে সেই পরিমাণ কর প্রদান করতে দায়বদ্ধ হবেন যা এই ব্যক্তি পূর্বোক্ত হিসাবে কেটে নিতে বা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। যতদূর পর্যন্ত করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কিত, ২৭১গ (১) (খ) ধারার ক্ষেত্রে একই রকম হবে যা এখানে প্রযোজ্য নয়।ক অতএব, ধারা ২৭১গ (১) (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/করদাতার পক্ষ থেকে অধ্যায় XVIIB-এর বিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় করের পুরো অংশ "কেটে" নিতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ধারা ২৭১গ (১) (ক)-তে ব্যবহৃত শব্দগুলি খুব স্পষ্ট এবং ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি "কেটে নিতে ব্যর্থ"। এটি টিডিএস-এর বিলম্বিত রেমিট্যান্স সম্পর্কে কথা বলে না। আইনের নির্ধারিত অবস্থান অনুসারে, শাস্তিমূলক বিধানগুলিকে কঠোরভাবে এবং আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সংবিধির ব্যাখ্যার মূল নীতি অনুসারে এবং আরও বিশেষভাবে, শাস্তিমূলক বিধান অনুসারে, শাস্তিমূলক বিধানগুলি যেমন আছে তেমনই পড়তে হবে। শাস্তিমূলক বিধান থেকে কিছুই যোগ করা হবে না বা কিছুই বাদ দেওয়া হবে না। অতএব, ১৯৬১ সালের আইনের ২৭১গ ধারার সরল পাঠে, করদাতার দ্বারা টিডিএস কেটে নেওয়ার পরে বিলম্বিত রেমিট্যান্সের উপর কোনও জরিমানা ধার্য করা হবে না। আয়কর আইনের ২৭১গ ধারাটি বেশ সুনির্দিষ্ট। এর প্রয়োগের পরিধি এবং ব্যাপ্তি বিধান থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যখন পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিভিন্ন ঘটনা/বিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োজনীয় করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ কেটে না নেওয়া হলে ২৭১গ (১) (এ) ধারার অধীনে জরিমানা আহ্বান করা হবে; কেবলমাত্র একটি সীমিত পাঠ্য, যা ১১৫০ ধারার উপ-ধারা (২) জড়িত বা ১৯৪বি ধারার দ্বিতীয় বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত, এমন একটি উদাহরণ গঠন করবে যেখানে আইনের ২৭১গ (১) (বি) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে, অর্থাৎ, অর্থ প্রদান না করার ক্ষেত্রে। অভিপ্রায় এবং আইনী জ্ঞানের বিপরীতে এতে আরও কিছু পড়া আদালতের পক্ষে নয়।

৭.৭ এই পর্যায়ে, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেখানেই সংসদ টিডিএস প্রদান না করা এবং/অথবা বিলম্বিত রেমিট্যান্স/প্রদানের পরিণতি পেতে চায়, সেখানে সংসদ/আইনসভা আইনের ধারা ২০১ (১ক) এবং ধারা ২৭৬খ-র মতো একই ব্যবস্থা করেছে।

৭.৮ ধারা ২০১ (১ক)-তে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও কর উৎসে কেটে নেওয়া হয় কিন্তু পরে তাকহ পাঠানো হয় তবে তা বিলম্বিত হতে পারে বা কিছু দিন পরে, এই ধরনের ব্যক্তি আইনের ধারা ২০১ (১ক)-এর অধীনে প্রদত্ত সুদ প্রদান করতে দায়বদ্ধ। ধারা ২০১ (১ক)-এর অধীনে সুদ ধার্যকে এভাবে টিডিএস কেটে নেওয়ার পরে বিলম্বিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। অতএব, অর্থ প্রদান না করা/বিলম্বিত রেমিট্যান্স/টিডিএস প্রদানের পরিণতি বিশেষভাবে ধারা ২০১ (১ক)-এর অধীনে প্রদান করা হয়।

৭.৯ একইভাবে, ধারা ২৭৬খ টিডিএস কেটে নেওয়ার পরে তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে প্রসিকিউশন সম্পর্কে কথা বলে। এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে ধারা ২৭১গ সংশোধন করা হয়েছে পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে ধারা ২৭১গ (১) (এ) এবং ২৭১গ (১) (খ) প্রদান করে। উপরে যেমন দেখা গেছে, করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তা ধারা ২৭১গ (১) (খ)-এর অধীনে আসবে এবং ২৭১গ (১) (ক) এবং ২৭১গ (১) (খ) টিএস-এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দটি "বা"। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধারা ২৭৬বি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেডিট "কর প্রদান" করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে বিচারের ব্যবস্থা করে। ধারা ২৭১গ (১) (ক) এবং ২৭১গ (১) (খ) টিএস-এর মধ্যে করের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ প্রদান করা হবে না।

৮. এখন যতদূর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এ. এস. জি দ্বারা সিবিডিটি-র ৫৫১ নম্বর সার্কুলারের উপর নির্ভরশীলতা, শুরুতে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত সার্কুলারটি করদাতার পক্ষে। সার্কুলার নং ৫৫১ সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে যার অধীনে ২৭১গ ধারাটি সংবিধানে জরিমানা আদায়ের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল। উপরের সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ১৬.৫ নিম্নরূপঃ

১৬. ৫ আয়কর আইনের একবিংশ অধ্যায়ের পুরনো বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কাটতে ব্যর্থ হলে জরিমানা ধার্য করার জন্য ২৭১গ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। উৎসে কর কাটতে ব্যর্থ হলে কোনও জরিমানা ধার্য করা হয়নি। তবে, এই খেলাপি পদক্ষেপের জন্য ২৭৬বি ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে উৎসে কর কাটতে ব্যর্থ হলে বা সরকারকে তা দিতে ব্যর্থ হলে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, খেলাপি করের প্রথম অংশ, অর্থাৎ উৎসে কর ছাড় করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা ধার্য করা হবে, অন্যদিকে খেলাপি করের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ উৎসে কর কেটে সরকারকে দিতে ব্যর্থ হওয়া, যা আরও গুরুতর অপরাধ, তা বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অব্যাহত রাখা উচিত। সংশোধনী আইন, ১৯৮৭ তদনুসারে সন্নিবেশ করা হয়েছে

আইনের অধ্যায় ১৭খ এর বিধানের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎসে ট্যাক্স কাটতে ব্যর্থ হলে যে কোনো ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপের বিধান করার জন্য একটি নতুন ধারা ২৭১গ জরিমানা সেই পরিমাণ করের সমান যা উৎসে কাটানো উচিত ছিল।

এই সিবিডিটি-র বিজ্ঞপ্তি ন্যায্যভাবে পড়ার পর, এটি উৎসে কর কাটতে ব্যর্থ হলে জরিমানা ধার্য করার কথা বলে। এটি এই বিষয়টিও লক্ষ্য করে যে যদি কর পাঠাতে কোনও বিলম্ব হয়, তবে এটি আইনের ২০১ (১ক) ধারার অধীনে সুদ প্রদান করবে এবং এর সাথে জড়িত দুষ্টুমির গুরুতরতার কারণে, এটি আইনের ২৭৬খ ধারার অধীনে মামলা মোকদ্দমাও জড়িত করতে পারে। যদি উৎসে কর কেটে নেওয়ার কোনও ত্রুটি থাকে, তাহলে তা রাজস্বের ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং তাই এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এই পরিমাণ করের দায় সেই পক্ষের কাঁধে স্থানান্তরিত হয়, যিনি ছাড় কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছেন, জরিমানার আকারে। কর কেটে নেওয়ার পরে, যদি রাজস্বের পরিমাণ পাঠাতে বিলম্ব হয়, তবে আইনের ২০১ (১ক) ধারার অধীনে প্রদেয় সুদ দিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে, পাশাপাশি আইনের ২৭৬খ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হলে মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হওয়ার দায়বদ্ধতাও থাকতে হবে।

এমনকি সিবিডিটি এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে, আয়কর আইনের ২৭১গ ধারার অধীনে টিডিএস বাদ না দেওয়ার জন্য কোনও জরিমানার পরিকল্পনা করা হয়নি এবং ২৭১গ ধারার অধীনে বিলম্বিত রেমিট্যান্স/পেমেন্ট/টিডিএস জমা দেওয়ার জন্য কোনও জরিমানার পরিকল্পনা করা হয়নি।

৮.১ অন্যথায়, ধারা ২৭১গ (১) (ক)-তে "কেটে নিতে ব্যর্থ" শব্দগুলিকে "কেটে নেওয়া কর জমা/পরিশোধে ব্যর্থতা" হিসাবে পড়া যায় না।

৮.২ অতএব, ২৭১গ ধারার সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, ২৭১গ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট করদাতার দ্বারা টিডিএস কেটে নেওয়ার পরে রেমিট্যান্স পাঠাতে বিলম্বের জন্য কোনও জরিমানা ধার্য করা হবে না। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ২০১ (১ক) এবং ধারা ২৭৬খ-র অধীনে টিডিএস প্রদান/বিলম্বিত রেমিট্যান্সের পরিণতি হবে।

২৭. আয়কর ট্রাইব্যুনাল বলেছেঃ-

এটা স্পষ্ট যে করদাতা ভাড়ার আয় পেয়েছেন এবং ভাড়াটে (করদাতা) টিডিএস কেটে নিয়েছেন কিন্তু কাটা টিডিএস কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা করেননি। এই তথ্য বিবেচনা করে, আমরা লক্ষ্য করছি যে বিবেচনাধীন বিষয়টি আর সমন্বিত নয়। কার্তিক বিজয়সিংহ সোনাভানের মামলায় গুজরাটের মাননীয় হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন যে যেখানে করদাতার নিয়োগকর্তা টিডিএস কেটে নিয়েছেন, সেখানে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার কাছ থেকে তা আদায় করার জন্য বিভাগ সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং করদাতাকে এর ঋণ অস্বীকার করা যেত না।

২৮. এইভাবে অভিযোগকারীর জন্য যথাযথ পন্থা ছিল আয়কর কর্তৃপক্ষকে জানানো, কারণ একজন করদাতার এই আইনের অধীনে টিডিএস জমা -এর জন্য দায়বদ্ধ নয়।

২৯. সুতরাং, বিভাগ ৪০৬/৪২০/১২০ খ বর্তমান ক্ষেত্রে -এর অধীনে অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত।

৩০. আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানে কোনও পক্ষই সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান (আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী) বা টিডিএস সম্পর্কিত নথি উপস্থাপন করেনি। (অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী), যা বিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩১. সুতরাং অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা না থাকায়, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বাতিলযোগ্য কার্যধারায় এই আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৩২. সংশোধনমূলক আবেদনটি ২০২০ সালের সি. আর. আর ৫১০ হওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

৩৩. 2019 সালের অভিযোগের মামলা নং সি এন এস/৩৭৬ (শ্রীমতী গ্রেটফুল ইনফাসট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম শ্রীমতী ভারাহা ইনফাসট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড) এর ধারা ১২০খ/৪২০/৪০৬ এর অধীনে ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে কার্যক্রম চলছে এখানে আইনের প্রক্রিয়ার নিছক অপব্যবহারের জন্য কলকাতার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের লীন ১২ তম আদালতের আদালতে বর্তমানে মুলতুবি থাকা সমস্ত আদেশ সহ ভারতীয় দণ্ডবিধি বাতিল করা হয়েছে।

৩৪. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৫. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হবে।

৩৬. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হবে।

৩৭. আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত এই রায়ের প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal